# অমর একুশে

## শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

বিশেষ ক্রোড়পত্র | বৃহস্পতিবার ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

### বাণী

মহান 'শহিদ দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ২০১৯ উপলক্ষে আমি বাংলাভাষীসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ ও জাতিগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন উৎসর্গকারী ভাষা শহিদ রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা শহিদদের। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবিতে গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর নেতৃত্ব দেন এবং কারাবরণ করেন। আমি স্মরণ করি সকল ভাষা সংগ্রামীকে, যাঁদের দূরদৃষ্টি, অসীম ত্যাগ, সাহসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাঙালি পায় মাতৃভাষার অধিকার।

ভাষা আন্দোলন ছিল আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। অমর একুশের অবিনাশী চেতনা-ই আমাদের যুগিয়েছে স্বাধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম সাহস। ফেব্রুয়ারির রক্তঝরা পথ বেয়েই অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতি এবং এরই ধারাবাহিকতায় আসে বাঙালির চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

মাতৃভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ বিশ্বে বিরল ঘটনা। ১৯৯৯ সালে কয়েকজন মাতৃভাষাপ্রেমী বাঙালির প্রাথমিক উদ্যোগে এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ ছিল বাঙালি হিসেবে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। যথাযথ চর্চা, সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিশ্বে আজ বহু ভাষা ও সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। নিজস্ব মাতৃভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বহুভাষিক শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যৎ অর্জন করতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

বিশ্বের বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলোর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহে ২০০১ সালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া দেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে তাদের নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ইউনেস্কো ২০১৯ সালকে International Year of Indigenous Languages হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং এ বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'Indigenous languages matter for development, peace building and reconciliation' যা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও কৃষ্টি সংরক্ষণে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অমর একুশের চেতনা আজ অনুপ্রেরণার অবিরাম উৎস। এ চেতনাকে ধারণ করে পৃথিবীর নানা ভাষাভাষী মানুষের সাথে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হোক, লুপ্তপ্রায় ভাষাগুলো আপন মহিমায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে উজ্জীবিত হোক, গড়ে ওঠুক নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য বিশ্ব- মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এ কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

# লড়াকু ভাষা থেকে রাষ্ট্রভাষা

## আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস। ভাষা শহিদ দিবস। বহুকাল দিনটি ছিল বাংলাদেশের একটি জাতীয় দিবস। এখন এটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সারাবিশ্বে পালিত হয় দিবসটি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দেওয়ার পর বাংলা আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করে। উপমহাদেশের আর দু'টি প্রধান ভাষা হিন্দি ও উর্দুতে জাতিসংঘে কেউ ভাষণ দিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

পাকিস্তানে যিনি উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিলেন, সেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে প্রথম ভাষণই দিয়েছিলেন ইংরেজিতে। ১৯৪৭ সালের পনেরই আগস্ট রাতে ভারতের স্বাধীনতালাভের মাহেন্দ্রক্ষণে দিল্লির লালবাগ কেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহেরু প্রথম ভাষণটি দিয়েছিলেন ইংরেজিতে। উপমহাদেশে একমাত্র বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতা ঘোষণা, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং জাতীয় সংসদে প্রথম ও সকল ভাষণই দিয়েছেন বাংলায়। ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তার উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। তেমনি ভাষাভিত্তিক জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি।

এক বিদেশি সাংবাদিক বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "শেখ মুজিব শুধু ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেননি, সেই ভাষাটিকেও আন্তর্জাতিক মর্যাদায় উন্নীত করে গেছেন। বাঙালিদের এই ভাষা আন্দোলন থেকেই তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের শুরু। অবশেষে সেই রাষ্ট্রটির প্রতিষ্ঠা"- এই পর্যালোচনাটি সঠিক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের যেমন পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক ইতিহাস এখন পর্যন্ত লেখা হয়নি, তেমনি ভাষা আন্দোলনেরও হয়নি। যে ক'টি প্রকাশিত হয়েছে, তা পূর্ণাঙ্গ এবং পক্ষপাতমুক্ত নয়।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন তার ইতিহাসের একটি রক্তাক্ত অধ্যায়। তার আগেও বাংলা ভাষার প্রশ্নে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও রাজনৈতিক নেতাদের অনেকে নানা চিন্তাভাবনা করেছেন এবং তা নিয়ে আলোচনা, তর্কবিতর্ক হয়েছে। দূর অতীতের দিকে না তাকাতে চাইলে সাম্প্রতিক অতীতের দিকে তাকালেও দেখা যাবে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সঙ্গে বাংলা ভাগের আগে আবুল হাসেম, শরৎবসু ও সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে ভারত ও পাকিস্তানের বাইরে যে স্বাধীন যুক্ত বাংলা (পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ এবং আসামের কতকাংশ ও ত্রিপুরাসহ) গঠনের প্রস্তাব ওঠেছিল তখন ঘোষণা করা হয়েছিল প্রস্তাবিত রাষ্ট্রের কাঠামো হবে ভাষাভিত্তিক। ধর্মভিত্তিক নয়। রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা।

এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে কলকাতায় মুসলীম লীগের মুখপত্র 'সাপ্তাহিক মিল্লাত' পত্রিকার অফিসে নিখিল বঙ্গ মোসলেম ছাত্রলীগের এক আলোচনাসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জোর দাবি জানান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তার রাষ্ট্র কাঠামো কী ধরনের হবে তার কোনো স্পষ্ট ধারণা জিন্নাহ দেননি। দিতে চাননি। তখন মুসলিমপন্থি দৈনিক আজাদের সাংবাদিক মুজীবুর রহমান খাঁ 'পাকিস্তান' একটি বিশাল বই লেখেন। তাতে তিনি জানান, উর্দু পাকিস্তানের 'লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা' হবে। পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি কাজকর্মের ভাষা হবে বাংলা।

পূর্ব পাকিস্তানের মুসলীম লীগের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। নতুন পাঁচ টাকা, দশ টাকা নোট, দলিল দস্তাবেজ শুধু উর্দুতে ছাপানো শুরু হয়। শিক্ষার মাধ্যম উর্দু করার প্রস্তাব ওঠে শিক্ষা কমিশনের বৈঠকে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ ওয়াজেফ আলী, ড. এনামুল হক তার প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন। তার আগে গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ ঢাকায় এসে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন, এই ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানান শেখ মুজিব, নইমুদ্দীন আহমদ, অলি আহাদ, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ তখনকার ছাত্র নেতারা। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলন শুরু করে এবং ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ১১ মার্চ পালিত হয় ভাষা আন্দোলন দিবস হিসেবে।

প্রথমে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দাবি ছিল বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষা করার। সরকারের দমননীতির মুখে এই দাবি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করাতে রূপান্তরিত হয়। শেখ মুজিব ও অলি আহাদ পৃথক বিবৃতিতে বলেন, "বাংলাকে প্রদেশের সরকারি ভাষা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে চুক্তি করার পরও তা ভঙ্গ করায় এখন আমাদের দাবি বাংলাকে সারা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার। এ দাবি থেকে আমরা নড়বো না।"

পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব তুলে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী কর্তৃক তিরস্কৃত হন। একই সঙ্গে ভাষার দাবিতে জোরালো দাবি তোলেন তমদ্দুন মজলিশের নেতা অধ্যাপক আবুল কাশেম। বায়ান্নর গুলিবর্ষণ এবং সালাম, জব্বার, রফিক, বরকত শহিদ হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু (আগে বঙ্গবন্ধু খেতাব পাননি) জেলে বসে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট শুরু করেছিলেন এবং জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর ১৯৫৩ সালে ভাষা দিবসের বিশাল মিছিলে মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে যুক্তভাবে নেতৃত্ব দেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে মুসলীম লীগ সরকার তাদের বাংলা ভাষাবিরোধী চক্রান্তের অংশ হিসেবে আরবি হরফে বাংলা লেখার যে উদ্যোগ নেন, তিনি তার তীব্র বিরোধিতা করেন। আবার আইয়ুব আমলে যখন রোমান হরফ বাংলায় প্রবর্তন করে রোমান বাংলা ভাষা প্রচলনের চক্রান্ত শুরু হয়েছিল তখন শহিদ মুনীর চৌধুরীকে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন করার কাজে সহায়তা দেন।

আইয়ুব সরকার প্রচার শুরু করেছিল, বাংলা এমন অনাধুনিক ভাষা যেটা টাইপ রাইটারে ব্যবহার করা যায় না। মুনীর চৌধুরী তার মুনির অপটিমা টাইপ রাইটার তৈরি করে দেখিয়ে দেন বাংলা হরফ শুধু টাইপ রাইটারে নয়, আধুনিক প্রযুক্তির যে-কোনো ব্যবস্থায় ব্যবহার করা যাবে। শেখ মুজিব রোমান বাংলা প্রচলনের উদ্যোগকে বাংলা ভাষা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আরেকটি বড়ো ষড়যন্ত্র আখ্যা দেন এবং মুনীর চৌধুরীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই ষড়যন্ত্র রোখার আন্দোলনে সমর্থন ও সাহায্য জোগান।

ভাষা আন্দোলনের পাশাপাশি শুরু হয়েছিলো 'দুই অর্থনীতির আন্দোলন' অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য আলাদা অর্থনীতি। বঙ্গবন্ধু 'নতুন দিন' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন। এর সম্পাদক করা হয়েছিল কবি জুলফিকারকে। এই পত্রিকায় ভাষা আন্দোলন ও দুই অর্থনীতির আন্দোলন- এই দুই আন্দোলনেই জোরালো সমর্থন দেওয়া হয়। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক আইন জারী করে ক্ষমতা দখল করে এবং রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে, রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার করে। বঙ্গবন্ধুও গ্রেফতার হন। তাঁর নতুন দিন পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

প্রচণ্ড আন্দোলনের মুখে ১৯৫৫ সালে বগুড়ার মোহাম্মদ আলী যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, তখন বাংলাকে দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। আইয়ুব ক্ষমতায় এসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নতুন কৌশল গ্রহণ করেন। তার সরকার বাংলা হরফ বদল করে তাতে রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রস্তাব দেয়। রবীন্দ্র সংগীত বর্জনের ব্যবস্থা করে। স্কুল পাঠ্যপুস্তক থেকে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখা বাদ দেওয়ার পর্ব শুরু হয়।

আইয়ুব সরকারের অনুগ্রহভোগী একদল বাঙালি বুদ্ধিজীবীর দ্বারা ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকদের লেখা পূর্ব পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা হয় এবং বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে তাদের দ্বারা কিছু বই পোড়ানো হয়। একমাত্র বঙ্গবন্ধু এই বাংলা বই পোড়ানোর প্রকাশ্য প্রতিবাদ জানান এবং দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে হিটলারের জার্মানিতে টমাসম্যানসহ শ্রেষ্ঠ জার্মান সাহিত্যিকদের বই পোড়ানোর সঙ্গে এর তুলনা করা হয়।

১৯৫৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করার পর ঢাকায় বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে আতাউর রহমান মন্ত্রিসভার সদস্য থাকাকালে বঙ্গবন্ধু হিন্দি ও উর্দু ছবির একচেটিয়া গ্রাস থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করা এবং বাংলা ছবি নির্মাণের জন্য ঢাকায় ফিল্ম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এফডিসি) প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলা ভাষার এই সংগ্রামের ইতিহাস হাজার বছরের। সেই প্রাচীন বৌদ্ধ যুগ থেকে। শেষ পর্যন্ত বহু যুগের লড়াই শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মলাভের পর এই লড়াকু ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে একে আন্তর্জাতিক মর্যাদায় উন্নীত করেন। তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে ইউনেস্কোর মাধ্যমে একুশের ভাষা দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে উন্নীত করেছেন। সারাবিশ্বে এই দিবসটি এখন পালিত হয়। বাংলা এখন বিশ্ব সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ ভাষা। শেখ হাসিনা সরকারের চেষ্টা -এটিকে বিশ্বের একটি শ্রেষ্ঠ ব্যবহারিক ভাষা করে তোলার। □

লন্ডন, ১৮ ফেব্রুয়ারি সোমবার ২০১৯

## আমাকে কী মাল্য দেবে, দাও

নির্মলেন্দু গুণ

তোমার পায়ের নিচে আমিও অমর হবো,
আমাকে কী মাল্য দেবে, দাও।

এই নাও আমার যৌতুক, এক-বুক রক্তের প্রতিজ্ঞা।
ধুয়েছি অস্থির আত্মা শ্রাবণের জলে, আমিও প্লাবন হবো,
শুধু চন্দনচর্চিত হাত একবার বোলাও কপালে।
আমি জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে উড়াবো গাণ্ডীব,
তোমার পায়ের কাছে নামাবো পাহাড়।
আমিও অমর হবো, আমাকে কী মাল্য দেবে, দাও।

পায়ের আঙুল হয়ে সারাক্ষণ লেগে আছি পায়ে,
চন্দনের ঘ্রাণ হয়ে বেঁচে আছি কাঠের ভিতরে।
আমার কীসের ভয়?
কবরের পাশে থেকে হয়ে গেছি নিজেই কবর,
শহীদের পাশে থেকে হয়ে গেছি নিজেই শহীদ,
আমার আঙুল যেন শহীদের অজস্র মিনার হয়ে
জনতার হাতে হাতে গিয়েছে ছড়িয়ে।
আমার কীসের ভয়?
তোমার পায়ের নিচে আমিও অমর হবো,
আমাকে কী মাল্য দেবে, দাও ।

এই দেখো অন্তরাত্মা মৃত্যুর গর্বে ভরপুর;
ভোরের শেফালি হয়ে পড়ে আছি ঘাসে।
আকন্দ-ধুন্দুল নয়, রফিক-সালাম-বরকত-আমি;
আমারই আত্মার প্রতিভাসে এই দেখো আগ্নেয়াস্ত্র,
কোমরে কার্তুজ, অস্থি ও মজ্জার মধ্যে আমার বিদ্রোহ,
উদ্ধত কপাল জুড়ে যুদ্ধের এ-রক্তজয়টিকা।

আমার কীসের ভয়?
তোমার পায়ের নিচে আমিও অমর হবো,
আমাকে কী মাল্য দেবে, দাও।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

### বাণী

মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষা ও সংস্কৃতির জনগণকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জীবনে শোক, শক্তি ও গৌরবের প্রতীক। ১৯৫২ সালের এ দিনে ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছিলেন রফিক, শফিক, জব্বার, বরকত, শফিউদ্দিন, সালামসহ আরও অনেকে।

এ দিনে আমি ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধা জানাই বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সকল ভাষা সৈনিকের প্রতি।

১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১১ মার্চ ১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট ডাকে। এদিন সচিবালয়ের সামনে থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেক ছাত্রনেতা গ্রেফতার হন। ১৫ মার্চ তাঁরা মুক্তি পান। ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি তিনি মুক্তি পান। ১৯ এপ্রিল আবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জুলাই মাসের শেষে তিনি মুক্তি পান। ১৪ অক্টোবর ঢাকায় বঙ্গবন্ধুকে আবারও গ্রেফতার করা হয়। কারাগার থেকেই তাঁর দিকনির্দেশনায় আন্দোলন বেগবান হয়। সেই দুর্বার আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শাসকগোষ্ঠীর জারী করা ১৪৪ ধারা ভাঙতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন ভাষা শহিদেরা।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি সেই রক্তস্নাত গৌরবের সুর বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে আজ বিশ্বের ১৯৩টি দেশের মানুষের প্রাণে অনুরণিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কানাডা প্রবাসী সালাম ও রফিকসহ কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার এ বিষয়ে জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে। যার ফলে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আজ সারাবিশ্বের সকল নাগরিকের সত্য ও ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণার উৎস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

বিশ্বের ২৬ কোটিরও বেশি মানুষের ভাষা বাংলাকে জাতিসংঘের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য আমরা ইতোমধ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাবি উত্থাপন করেছি। আমরা বিশ্বের সকল ভাষা সংক্রান্ত গবেষণা ও ভাষা সংরক্ষণের জন্য 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেছি।

একুশের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণ করে গত ১০ বছরে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, কূটনৈতিক সাফল্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ প্রতিটি সেক্টরে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের 'রোল মডেল'।

সদ্য সমাপ্ত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে বিপুলভাবে বিজয়ী করেছেন। আমাদের ওপর দেশের মানুষ যে দৃঢ় আস্থা রেখেছেন, আমরা তার পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করব। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের আগেই উন্নত দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

আসুন, মহান একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

ডিএফপি নং ০৬-২০/০২/২০১৯